১৩ জুন ২০১০

২০১০-২০১১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটের উপর এফবিসিসিআইয়ের মতামত

২০১০-২০১১ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট প্রথমবারের মত ডিজিটাল পদ্ধতিতে উপস্থাপনের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গত ৩ দিন বাজেট নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সামাজিক খাত তথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ব্যাপক বরাদ্দ লক্ষনীয় ও এ ক্ষেত্রে সরকারের অঙ্গীকারের প্রতিফলন দেখা গেছে। প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটকে আমরা দুইভাগে দেখার চেষ্টা করেছি, প্রথমত: সামষ্টিক অর্থনীতি সম্পর্কিত বিষয়গুলির প্রতি যেমন-সামাজিক উন্নয়ন ও মানব সম্পদ উন্নয়নে বাজেটে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, অবকাঠামো উন্নয়নসহ পিপিপি বাস্তবায়নে কৌশলের দিকেও বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত: শিল্প উন্নয়ন কৌশল, রপ্তানী উন্নয়ন ও বৃদ্ধি বিষয়ে এবং মাইক্রো ইস্যুতে আমাদের কিছু অবজারভেশন আছে যেগুলি আমাদের পূর্বের দেয়া প্রস্তাবের সাথে সংগতিপূর্ন নয়। সেগুলির প্রতি সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর আকাশচুম্বী প্রত্যাশাকে সামনে রেখে বর্তমান সরকারের নিকট এ বছরের বাজেট প্রণয়ন ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার জাতীয় স্বার্থে একটি প্রবৃদ্ধি, শিল্প ও ব্যবসা-বান্ধব বাজেট প্রণয়নে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। বাজেটে কৃষি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী এবং অবকাঠামো খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এছাড়াও স্থানীয় শিল্পের সংরক্ষণ এবং রপ্তানী খাতকে প্রণোদনা দেয়ার চেষ্টা ও রাজস্ব আদায়ে করের আওতা বাড়ানোর উদ্যোগও দেশের সার্বিক অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক বলে এফবিসিসিআই মনে করে।

বাজেটে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, পল্লী উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা, শ্রমবাজার সম্প্রসারণ করা, পুঁজিবাজার শক্তিশালীকরণ, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি, শিক্ষা ব্যবস্থা কর্মমুখী করাসহ আরও বিভিন্ন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করায় আমরা এফবিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে সরকারকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। আমরা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন, সঠিক বাস্তবায়ন ও মনিটরিং-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছি।

সরকার বিঘোষিত মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত হওয়ার 'রূপকল্প' বাস্তবায়নে বিশেষত: শিল্পায়নের জন্য ইকনোমিক জোন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাস্টার তথা ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনস ও শিল্প উন্নয়নের সমার্থক পলিসি সহায়তা বাজেট চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বেই বাজেটে সন্নিবেশন হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

প্রস্তাবিত বাজেটের অধীনে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিবিড় পর্যবেক্ষন অতি জরুরি। এ ক্ষেত্রে আমরা প্রতি তিন মাস অন্তর বাজেট বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যালোচনা করার প্রস্তাব করছি।

প্রস্তাবিত বাজেটের ইতিবাচক দিকসমূহ

- **বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতের উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্বলিত আগামী ৫ বছরের পথনকশা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ পথনকশা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হলে আমাদের বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সংকট কমে আসবে বলে ব্যবসায়ী মহল মনে করে। তবে এ কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।**

- **পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানী নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদ্যুতের বর্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য সৌর শক্তি ব্যবহার ও Compact Flourescent Lamp এবং লেড ও সোলার বাল্ব ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের উৎস হিসেবে ফার্নেস অয়েল ও ডিজেলকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।**

- বিশ্ব অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের পটভূমিতে দেশের রপ্তানী খাত স্থিতিশীলতা অর্জন না করা পর্যন্ত বর্তমানে ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা (কোর সাবসিডি) আগামী অর্থ বছরে অব্যাহত রাখা হয়েছে এবং এ বাবদ ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

- সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) খাতে ৩০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সে সাথে এ কার্যক্রমের লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি নীতি ও কৌশল এবং প্রকল্প বাছাই ও অনুমোদন প্রক্রিয়াকরন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে। এ নতুন কৌশল ও নীতির আলোকে আগামী অর্থ বছর থেকে দেশে পিপিপি'র উদ্যোগে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহনে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অনুকূল গতি পাবে বলে আমরা আশা করছি।

- **বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ অবকাঠামো অর্থায়ন তহবিল' গঠন করা হয়েছে এবং এ তহবিলে ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।**

- ২০২১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নে ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিকী প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়াও বাজেট বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

- **কৃষি খাতে ভর্তুকি বাবদ ৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষকদের শস্য মূল্য সহায়তার জন্য কৃষি বীমা চালু করা হয়েছে এবং ১৯৯৯ সনের জাতীয় কৃষি নীতি যুগোপযোগী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সে সাথে কৃষি গবেষনা ও খাদ্য শস্য সংরক্ষনের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।**

- নদী শাসন, নদী ভাঙ্গন রোধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রন, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, লবনাক্ততার ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

- পল্লী অবকাঠামো ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আগামী অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে ৩ হাজার ৯ শত কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ এবং ১৬ হাজার ৫ শত কিলোমিটার সড়ক রক্ষনা-বেক্ষনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

- সারা দেশে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২ লক্ষ পানির উৎস নির্মাণ এবং ঢাকা শহরে আরও ৯৭টি গভীর নলকূপ স্থাপন এবং ৬৩ কিলোমিটার পানির লাইন পুনর্নির্মানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

- **খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, ভিজিএফ, ভিজিডি ও টেস্ট রিলিফ, খয়রাতি সাহায্য কর্মসূচীকে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।**

- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও যানজট নিরসনে ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেট এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ এবং রেলওয়ে খাতের সংস্কার ও রেলপথ সম্প্রসারনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

- **ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য টেলিফোন ও ইন্টারনেট সুবিধা সম্প্রসারনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ফাইল ভিত্তিক প্রশাসনকে ডিজিটাল প্রশাসনে রূপান্তরের লক্ষ্যে ডিজিটাল পদ্ধতির নথী ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে।**

- **মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা ও প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য খাতে ৩১ হাজার ৫৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যা মোট বাজেটের প্রায় ২৪%।**

- নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর কর্মক্ষেত্র প্রসার, শিশু শ্রম কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

- অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তার লক্ষ্যে ভাতাভোগীদের সংখ্যা আরও ২৫ হাজার বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং মুক্তিযোদ্ধা কল্যান ট্রাস্টকে পুনরুজ্জীবিতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

- কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচী সম্প্রচারণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সকল নাগরিকের পুষ্টি চাহিদা পূরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

- **জলবায়ূ পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশ বিপর্যয় রোধে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।**

- **এমপিওভুক্ত স্কুল ও কলেজের কম্পিউটার ও ইংরেজি শিক্ষার উন্নয়নে সহায়তা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ সমাগ্রী ব্যবহারকারী পর্যায়ে বিনামূল্যে বিতরণ, স্বেচ্ছা বন্ধ্যাকরণ ক্যাম্প পরিচালনায় প্রদত্ত অনুদান বাবদ খরচের উপর আয়কর রেয়াত প্রদানের বিধান প্রবর্তন করে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা Corporate Social Responsibility) পরিপালন উৎসাহিত করা হয়েছে। আমরা মনে করি সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমে অধিকতর উৎসাহ প্রদানের প্রয়োজন রয়েছে।**

এফবিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে আমরা গত ১১ মে, ২০১০ তারিখে সরকারের সদয় বিবেচনার জন্য আয়কর, আমদানি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর বিষয়ে নীতিগত ও খাতভিত্তিক সুপারিশমালা পেশ করেছিলাম। প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে এফবিসিসিআই-এর সুপারিশসমূহ বিবেচনায় নিয়ে এবং বাজেট টাস্কফোর্সের সাথে আলোচনা করে শিল্প বান্ধব বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ

<u>আমদানী শুল্ক</u>

- **দেশীয় শিল্পকে প্রতিরক্ষণ ও রাজস্ব আহরণে প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থে মৌলিক কাঁচামাল, মধ্যবর্তী কাঁচামাল এবং তৈরী ও বিলাস জাতীয় পণ্যের শুল্কহার (৩%, ৫%, ১২%, ২৫%) অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। সেসাথে বিলাস দ্রব্য ও তৈরী পণ্যের উপর ৫% রেগুলেটরি ডিউটি অব্যাহত রাখা হয়েছে।**

- **দ্রব্যমূল্য জনসাধারনের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে চাল, ডাল, গম ভোজ্য তেল, পেয়াঁজ, সার, বীজ, ঔষধ ও তুলার উপর বিদ্যমান ০% শুল্ক হার অব্যাহত রাখা হয়েছে। গুড়া দুধের মূল্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় গুড়া দুধের উপর প্রযোজ্য আমদানী শুল্ক ১২% থেকে হ্রাস করে ৫% এ নির্ধারণ এবং রেগুলেটরী ডিউটি প্রত্যাহার করা হয়েছে।**

- **বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে বিনিয়োগের লক্ষ্যে ইতিপূর্বে প্রদত্ত সকল শুল্ক সুবিধা অব্যাহত রাখা হয়েছে।**

<u>**আয়কর**</u>

- ট্যাক্সেস আপীলাত ট্রাইবুনালে "বিচারিক সদস্য" পদ সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ নিয়োগ নিয়োগ করা হবে। কিন্তু কারেন্ট চার্জ কমিশনারদের "হিসাব সদস্য" পদে নিয়োগের বিধান পরিবর্তন করা হয়নি। তবে প্রশাসনিক কার্যক্রমের মাধ্যমেও কারেন্ট চার্জ কমিশনারদের আপিলাত ট্রাইবুনালে নিয়োগ না দেয়ার প্রস্তাব কার্যকর করার জোর দাবী জানাচ্ছি।

- কর নেট বাড়ানোর ক্ষেত্রে Spot assessment এর পরিধি বাড়ানো এবং one stop service এর মাধ্যমে তা কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের প্রস্তাবিত দুই পৃষ্ঠার সহজ রিটার্ণ ফরম প্রবর্তনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- অগ্রীম আয়কর প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের বিদ্যমান সীমা ৩,০০,০০০/- টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪,০০,০০০/- টাকা করা হয়েছে। সরল সুদ পরিগননার সময় সীমা আয় বৎসরের ১লা জুলাই এর পরিবর্তে ১লা এপ্রিল করা হয়েছে।

- আমাদের প্রস্তাবিত ন্যাশনাল ট্যাক্স ট্রাইবুনালের প্রস্তাব গ্রহণ করা না হলেও মাননীয় অর্থমন্ত্রী ট্যাক্সেস আপীলাত ট্রাইনাল পুনর্গঠন, Alternative Dispute Resolution এর জন্য নতুন আইন প্রণয়ন এবং রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিস্পত্তির জন্য পৃথক কোর্ট (বেঞ্চ) গঠনের অঙ্গীকার করেছেন।

- অনুমোদনাযোগ্য পারকুইজিটের সীমা ২ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২.৫০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে যদিও প্রস্তাব ছিল ৪ লক্ষ টাকা করার।

- কর অবকাশের আওতা সম্প্রসারণ করে energy saving bulb, solar energy panel, barrier contraception or rubber latex সংযোজন করা হয়েছে।

- গত অর্থ বছরে এফবিসিসিআই-এর প্রস্তাবের আলোকে Bangladesh Infracstructure Finance Fund গঠন এবং এ ফান্ডে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ১০% হারে কর ধার্য্যের বিধান করা হয়েছে।

<u>মূসক</u>

- দেশে ভারী শিল্প স্থাপন এবং বিকাশের লক্ষ্যে রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার, মোটর সাইকেল, পুর্ণাঙ্গ এনার্জি সেভিং বাল্ব ও এর কাঁচামাল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে পাঁচ বছরের জন্য মূসক অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সহায়তার লক্ষ্যে বর্তমানে বার্ষিক টার্নওভার সীমা ৪০ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৭৫ লক্ষ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব আমাদের ছিল। প্রস্তাবিত বাজেটে এ সীমা ৬০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

- উৎপাদন পর্যায়ে ভূট্টার তৈরী সুজি, প্লাষ্টিক ও রাবারের হাওয়াই চপ্পল, প্লাষ্টিকের পাদুকার (প্রতি জোড়া ৮০ টাকা) মূসক অব্যাহতি করা হয়েছে এবং সেবাখাত তথা ট্রাভেল এজেন্সি ও জনশক্তি রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানের মূসক অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এতে এসব খাতের কর ভার কমে আসবে।

- ইজারাদার, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস সার্ভিস, কোচিং সেন্টার, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল-এর সংজ্ঞা সংশোধন করা হয়েছে।

সরকার বাজেট প্রণয়নের আগে বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের সাথে একমত হলেও প্রস্তাবিত বাজেটে সেগুলির পূর্ন প্রতিফলন দেখা যায়নি। এ অবস্থায় আমরা নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পুন:বিবেচনার জন্য অনুরোধ করছি।

আমদানী শুল্ক

- মেশিনারী ও যন্ত্রাংশ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রজ্ঞাপনে বর্নিত অযৌক্তিক এবং অনাবশ্যক বিভিন্ন শর্তাবলীর কারনে সংশ্লিষ্ট আমদানীকারক/শিল্প মালিকগনের নিকট বোঝা হয়ে দাড়ায়। এ ধরনের এসআরও-এর আধিক্য শিল্পায়নকে যেমনি বাধাগ্রস্ত করছে, তেমনি দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়তা করছে। এ কারনে বিভিন্ন ধরনের এসআরও গুলির শর্তাবলী সহজীকরণ ও পরিপালনযোগ্য করার প্রস্তাব করা যাচ্ছে।

- রিকন্ডিশন গাড়ীর আমদানীর ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অপচয়ের পরিবর্তে থোক পদ্ধতিতে অবচয় নির্ধারণ ন্যায়-নীতির পরিপন্থী। এ কারনে ক্রমবর্ধমান পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য্য করার প্রস্তাব করছি।

- বানিজ্যিকভাবে ক্যাপিটাল মেশিনারীর যন্ত্রাংশ আমদানী নিরুৎসাহিত করার ফলে ছোট এবং মাঝারী শিল্পগুলি অসুবিধায় পড়তে পারে এবং খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ে অতিরিক্ত অর্থ বহন করতে হতে পারে। বিশেষ করে কৃষি যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।

আয়কর

- ব্যক্তি করদাতাদের করমুক্ত আয়ের সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি, জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, জনগনের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হয়নি। আয়করের একই হার ও একই অব্যাহতি সীমা পর পর তিন বৎসর বহাল রাখা বাজেটের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। ব্যক্তি করের সীমা ২ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করার জন্য পুনরায় আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি।

- কর্পোরেট কর হারের পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রস্তাবও গ্রহন করা হয়নি। সম্ভবত উপমহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশেই কর্পোরেট কর হার সবচেয়ে বেশী। উচ্চ কর হার স্বভাবতই সঠিক কর প্রদানে করদাতাদের নিরুৎসাহিত করে।

- **এছাড়াও অগ্রিম আয়কর (AIT) ৩% থেকে বৃদ্ধি করে ৫% করা হয়েছে। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার প্রায় ৬৭%। এ অতিরিক্ত করভার সকল আমদানীকৃত পণ্যমূল্যের উপর প্রভাব ফেলবে যা সাধারণ ভোক্তা শ্রেনীর বোঝা হয়ে দাড়াতে পারে। এ কারনে এআইটি পূর্বের অবস্থায় রাখা জরুরী। সার্বিকভাবে এই বৃদ্ধিতে হাজার কোটি টাকার নতুন কর ভার আরোপিত হতে পারে।**

- **Knitwear & Oven garments ও অন্যান্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে ০.২৫% থেকে বৃদ্ধি করে ১% নির্ধারণ করায় রপ্তানীমুখী গার্মেন্ট, নীট ও অন্যান্য রপ্তানীমুখী শিল্প খাত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যা ৪ শত ভাগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এরূপ কার্যক্রম রপ্তানী খাতকে প্রণোদনা প্রদানের পরিবর্তে ব্যাপকভাবে নিরুৎসাহিত করতে পারে। এ বৃদ্ধি কোনভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়।**

- **কোম্পানী করদাতাদের ক্ষেত্রে স্টক একচেঞ্জে নিবন্ধিত কোম্পানীর শেয়ার লেন-দেন হতে অর্জিত আয়ের উপর ১০ শতাংশ হারে কর আরোপ করা হয়েছে যা পুঁজি বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।**

- **প্রিমিয়ামসহ শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর প্রিমিয়াম মূল্যের উপর ৩ শতাংশ হারে কর আরোপ করা হয়েছে। শেয়ার প্রিমিয়াম কোম্পানীর আয় নয়। এটা সম্পূর্নরূপে একটা Capital Receipts বা মূলধনী প্রাপ্তি। মূলধনী প্রাপ্তির উপর কর আরোপন মূল আয়কর নীতির সম্পূর্ন পরিপন্থী। মূলধনী প্রাপ্তি কোম্পানীর মূলধনী ব্যয় বাবদই সাধারনভাবে ব্যয়িত হয়ে থাকে। যেহেতু শেয়ার প্রিমিয়াম রাজস্ব প্রাপ্তি নয়। সুতরাং এর উপর কর আরোপন আইনের পরিপন্থী এবং তা বাতিলের জন্য দাবী জানাচ্ছি।**

- **Sponsor Shareholder দের শেয়ার হস্তান্তরজনিত মূলধনী মুনাফার উপর ৫% কর আরোপ করা হয়েছে। এরূপ কর আরোপন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তাছাড়া যেখানে সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের শেয়ার হস্তান্তর মূলধনী মুনাফা সম্পূর্ন করমুক্ত, সেখানে Sponsor Shareholder দের উপর কর আরোপন অত্যন্ত বৈষম্যমূলক বলে আমরা মনে করি। সুতরাং ইহা সম্পূর্ন প্রত্যাহার করার দাবী জানাচ্ছি।**

- Foreign buyer Agent এর Commission এর ক্ষেত্রে ৩% এর স্থলে ৭.৫% উৎসে আয়কর কর্তন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বৃদ্ধির হার ১৫০%। সুতরাং এ হার পূর্ববস্থায় বহাল রাখার প্রস্তাব করা যাচ্ছে।

- বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও শিল্পায়নকে উৎসাহিত করতে কর অবকাশ ব্যবস্থা ২০১৫ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রস্তাব করছি।

- ঠিকাদার ও সরবরাহকারীদের বিলের উপর উৎসে কর কর্তনের বিদ্যমান অব্যাহতি সীমা ১ লক্ষ টাকা থেকে ২ লক্ষ টাকায় বাড়ানো হয়েছে কর কর্তনের হার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। তবে কর কর্তনের সর্বোচ্চ হার ৪% থেকে বাড়িয়ে ৭% করা হয়েছে যা অত্যন্ত অযৌক্তিক। এক ধাপে ৭৫% শতাংশ বাড়ানো কাম্য নয়।

- উৎসে কর কর্তনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। Stevedoring Agency, Private Security Service Agency, Clearing forwarding Agents, non-resident courier service, Freight forwarding Agency, surveyor of general insurance এর ক্ষেত্রে ৭.৫% এর স্থলে ১৫% উৎসে কর কর্তন করা হয়েছে যা বাস্তব সম্মত নয় বলে এফবিসিসিআই মনে করে। উৎসে কর কর্তনের হার পূর্বের অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করছি। এসব ক্ষেত্রে শতকরা ১০০ ভাগ উৎসে কর কর্তনের বৃদ্ধি ব্যবসা-বানিজ্যে অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

- সঞ্চয় পত্রের সুদের যে কোন অংক উৎসে করের আওতাভূক্ত করা হয়েছে। পেনশনারস সেভিংস সার্টিফিকেটের সুদ সম্পূর্ন করমুক্ত ছিল যা প্রত্যাহার করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী সঞ্চয়ী, গৃহবধু এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মচারীরা এ কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। সুতরাং সঞ্চয় পত্রের সুদ আয়করমুক্ত রাখার বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

- আপিলাত ট্রাইবুনালে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে ৫% কর প্রদান এবং হাইকোর্টের রেফারেন্স দায়েরের ক্ষেত্রে ১০% কর প্রদানের বিধান বাতিল করার প্রস্তাব গ্রহন করা হয়নি। এতে বিক্ষুদ্ধ করদাতাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হবেন, এমনকি মৌলিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত হবেন। তাই এফবিসিসিআই-এর প্রস্তাব মেনে নেয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

- পদ-পদবী নির্বিশেষে নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের সকলকে করের আওতায় আনার প্রস্তাব বিবেচনায় আনা হয়নি। বৈষ্যম্যের কারনে এ ক্ষেত্রে সাধারন করদাতাদের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

- বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের হার ১০% থেকে ১৫% এ বাড়ানোর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি, এতে ছোট ও মাঝারী আয়ের করদাতাদের স্বার্থ লংঘিত হয়েছে এবং তারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

<u>মূসক</u>

- মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থাপনার ব্যাপক সংস্কারের বিষয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের ঘোষনাকে সমর্থনপূর্বক এফবিসিসিআই-এর তরফ থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট ৩৩টি প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ১১টি প্রস্তাব ছিল বিশেষ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে ব্যবসায়ী মহলের এ বিষয়ে মতবিনিময় ছাড়াও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

- মূসক বিষয়ে বাজেটে গৃহীত বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি বিষয়ক আইন প্রণয়ন, রাজস্ব বিষয়ক হাইকোর্টে বেঞ্চ গঠন, টার্ণওভার কর আরোপের পরিসীমা ৬০ লক্ষ টাকা, মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থাকে ডিজিটাইজ, তথ্যের গোপনীয়তা সম্পর্কিত বিধান এবং মূসক প্রশাসনে জনবল বৃদ্ধি সম্বলিত গৃহীত প্রস্তাবকে আমরা স্বাগত জানাই। তবে **মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে বহুল আলোচিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন প্রস্তাবাদি বিশেষভাবে মূসক কর্মকর্তাদের খবরদারি/ক্ষমতা বিলোপ না করায় আমরা উদ্বিগ্ন। ফলত : মূসক ব্যবস্থায় স্বনির্ধারণী ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে কার্যকর হবে না। বিশেষভাবে মূসক সম্পর্কিত অপরাধের শাস্তি হিসেবে বিদ্যমান সর্বোচ্চ ২ বছরের কারাদন্ড রহিতকরনে এফবিসিসিআই-এর প্রস্তাবের পরিবর্তে কারাদন্ডের মেয়াদ ৫ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুনভাবে স্পেশাল জজ আদালতে মূসক সম্বলিত মামলার বিচারের বিধান করা হয়েছে। আমরা এ শাস্তির বিধান প্রত্যাহারের জোর দাবী জানাচ্ছি।**

- **ব্যবসায়ী পর্যায়ে অর্থাৎ খুচরা ও ক্ষুদ্র দোকানদারদের বার্ষিক মূসক প্রদানের ক্ষেত্রে ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৪২০০ টাকা থেকে ৬০০০ টাকা, অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৩৬০০ টাকা থেকে ৪৮০০ টাকা, অন্যান্য জেলা শহর ও পৌর এলাকায় ২৪০০ টাকা থেকে ৩৬০০ টাকা এবং দেশের অন্যান্য এলাকায় ১২০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১৮০০ টাকায় মূসক নির্ধারণ করায় সাধারণ মানুষের উপর চাপ বাড়বে। পূর্বের নির্ধারিত কর পরিশোধে স্বত :স্ফুর্ত কোন সহযোগিতা ছিল না। পরিবর্তিত অবস্থায় রাজস্ব নয় - হয়রানী বাড়বে। করভার বৃদ্ধির কারনে পণ্য মূল্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। সুতরাং ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক সম্পর্কিত সাধারণ আদেশে বর্নিত এবং বোর্ড কর্তৃক নীতিগতভাবে গৃহীত বিভিন্ন কমিটিকে কার্যকর করার মাধ্যমে পূর্বের ধার্যকৃত হারে মূসক আদায় করার জন্য প্রস্তাব করা যাচ্ছে।**

- **আমদানীর ক্ষেত্রে এটিভি (Advance Traders VAT) ২.২৫% থেকে বৃদ্ধি করে ৩% করা হয়েছে। ব্যবসায়ী পর্যায়ে ১.৫% থেকে বৃদ্ধি করে ৩% করা হয়েছে। এতে সকল ধরনের পণ্যের মূল্যের ক্ষেত্রে বাড়তি প্রভাব পড়তে পারে। সুতরাং এটিভি এবং ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসকের হার পূর্বাবস্থায় বহাল রাখার প্রস্তাব করা যাচ্ছে।**

- **ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূল্য সংযোজনের সহনশীল ও যুক্তিযুক্ত পরিমানকে ১০% হতে অযৌক্তিকভাবে ২০% এ উন্নীত করা হয়েছে। সকল ক্ষেত্রে ২০% মূল্য সংযোজন হয় না এবং প্রকৃত অর্থে ২০% মূল্য সংযোজন বাস্তবভিত্তিক নয়। ১.৫% হারেই এযাবৎ কর আদায় হয়নি, ৩% হারে কর আদায়ে হয়রানী ছাড়া আর কোন ফল বয়ে আনবে না। এছাড়া পণ্য মূল্যে করভার অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় পণ্যমূল্যে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।**

- **বানিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য স্থাপনা/স্থাপন ভাড়ার ক্ষেত্রে (১৫০ বর্গফুট বা তার নীচে অব্যাহতি প্রাপ্ত) ১৫% হারে মূসক আরোপিত হয়েছে। ব্যবসায়ী পর্যায়ে ৩% হারে কর প্রদান ছাড়াও ১৫% কর ব্যবসায়ীর উপর বাড়তি চাপ আরোপ করবে। একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে দুদফায় ১৮% হারে করারোপ হবে। পণ্যের মূল্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে।**

- **চানাচুর, জুস, এনার্জি ড্রিংক, সিগারেট, বিড়ি, গুল, জর্দা এমএস প্রোডাক্ট এর কুটির শিল্প সুবিধা প্রত্যাহারের ফলে এ সব পণ্যের উপর ১৫% মূসক আরোপযোগ্য হবে। ফলতঃ বর্ধিত করের ভার পণ্যের মূল্যে প্রভাব পড়তে পারে।**

- **দেশীয় মেশিন দ্বারা উৎপাদিত পিভিসি পাইপ হতে টার্ণওভার কর প্রত্যাহার করে ভ্যাটের আওতায় আনা হয়েছে। এতে সেচের পানি ও বিশুদ্ধ খাবার পানি উত্তোলনে ব্যবহৃত পিভিসি পাইপের মূল্যের উপর প্রভাব ফেলবে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ অবস্থায় পিভিসি পাইপের টার্ণওভার কর সুবিধা বহাল রাখার প্রস্তাব করছি।**

- দেশে উৎপাদিত জর্দা, গুল, অনুজ্জল সিরামিক প্রস্তর, টাইলস ও মোজাইক, উজ্জল সিরামিক প্রস্তর, টাইলস ও মোজাইক, সিরামিকের বাথ টাব ও জিকুইজি, সিংক, বেসিন, কমোড, বাথ রুমের অন্যান্য ফিটিংস, শ্যাম্পু-এর ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে এ সকল পণ্যের দাম বাড়বে।

- এ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল, জুস ও ড্রিংক, পার্টিকেল বোর্ড ও লেমিনেটেড বোর্ড, সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্ব, মিনারেল ওয়াটার (তিন লিটার পর্যন্ত) পেইন্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপিত হওয়ায় করভার বাড়তে পারে। ডক্ইয়ার্ড, বিজ্ঞাপনী সংস্থা, ছাপাখানা, কুরিয়ার সার্ভিস, কলসালটেন্সী ও সুপারভাইজারী ফার্ম, অডিট ও একাউন্টিং ফার্ম, আর্কিটেকট ইঞ্জিনিয়ার ও ইনটেরিয়ার ডিজাইনার, গ্রাফিক জিজাইনার, পিকনিক ও সূটিং স্পট, এ্যামিউজমেন্ট পার্ক ওথিম পার্ক এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রেস্তোঁরার ক্ষেত্রে শতভাবে মূল্যের উপর ১৫% হারে কর আরোপিত হওয়ায় কর ভার বাড়তে পারে। ফলে এ সকল পণ্যের দাম বাড়বে।

- নির্মাণ সংস্থা খাতে ৪.৫% হারের পরিবর্তে ৫.৫% হারে, অসবাবপত্রের উৎপাদন পর্যায়ে ৬% হারে এবং বিপণন পর্যায়ে ৩% এবং যোগানদারের ক্ষেত্রে ৩% নীট কর হার আরোপ করা হয়েছে।

- নারিকেল তেল, ফলের জ্যাম ও জেলি, ফলের রস, ঔষধ, পেইন্টস, প্রসাধন সামগ্রী, সাবান, ফলের রস, দিয়াশলাই, মশার কয়েল, পিভিসি পাইপ, জুতা, স্যান্ডেল, ইট, সিরামিক পোরসিলিনের তৈরী পণ্য, এম এস প্রোডাক্ট, বৈদ্যুতিক পাখা, ড্রাইসেল ব্যাটারী ও মেটারেজ ব্যাটারী, বৈদ্যুতিক বাল্ব, রাবার ও প্লাস্টিক ফোম ইত্যাদির ক্ষেত্রে টার্ণওভার করের সুযোগ বাতিল করে ১৫% হারে কর আরোপের প্রস্তাব মূসক আইনের নীতি বিরুদ্ধ ও এ ব্যবস্থায় করের ভার বাড়াতে পারে।

- একই প্রস্তাব ইনডেন্টিং সংস্থা, কমিউনিটি সেন্টার, অনুষ্ঠান আয়োজক, মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান কার্যকর করা হলে তাদের করভারও বাড়বে।

- হাতে তৈরী বিস্কুট, কেক (উৎপাদন পর্যায়ে), প্রাকৃতিক রাবার (আমদানী ও উৎপাদন পর্যায়ে), জরি (আমদানী ও উৎপাদন পর্যায়ে), সিলভার ও গোল্ড বুলিয়ান(আমদানী পর্যায়ে), ৪০ বা তদুর্ধ সিটের সিএনজি চালিত বাস (আমদানী পর্যায়ে) এর মূসক অব্যাহতি প্রত্যাহার করা হয়েছে। এতে এসব খাতে করভার বাড়তে পারে। এ কারনে এসব খাতে মূসক অব্যাহতি প্রত্যাহার না করার প্রস্তাব করা যাচ্ছে।

- **প্রস্তাবিত বাজেটে অনেক ক্ষেত্রে কর বৃদ্ধির ফলে সরকারের প্রাক্কলিত রাজস্বের চেয়ে অনেক বেশী রাজস্ব আহরণ হবে। এর ফলে জনগণের উপর অতিরিক্ত করের চাপ পড়বে। ফলে বাজারে দ্রব্যমূলের উপর প্রতিফলিত হতে পারে। সুতরাং বিভিন্ন খাতে মূসক অব্যাহতি বহাল রাখার বিষয়টি পুনঃবিবেচনার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।**

- **আমরা মূসকের পরিধি বৃদ্ধির কার্যক্রমের বিরোধী নই। তাছাড়া করের ভিত্তি সম্প্রসারনেও আমরা সক্রিয় সহযোগিতা করতে চাই। তবে প্রস্তাবিত ক্ষেত্রেসমূহে পূর্বাবস্থা বহাল রাখা এবং করের ভার সহনশীল পর্যায়ে রাখার ব্যাপারে আমরা প্রত্যাশী।**

প্রস্তাবিত বাজেট আমরা আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি এবং শীঘ্রই Finance Bill, SRO ইত্যাদি নিয়ে সরকারের সাথে আলোচনা করবো।

পরিশেষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বিভিন্ন চেম্বার ও এসোসিয়েশন, গবেষক, অর্থনীতিবিদসহ বাজেটের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এফবিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাজেট বাস্তবায়নে সরকারের সফলতা কামনা করছি। সে সাথে বাজেট বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছি।

=====oooo=====